প্রকাশকের কথা

নন্দীগ্রামে জনগণের সেজ বিরোধী যে প্রতিরোধ আন্দোলন শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের দেশে দেশে সংগ্রামী মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই আন্দোলন প্রথম প্রেরণা পেয়েছিল সিঙ্গুরের জমি রক্ষার আন্দোলন থেকেই। নন্দীগ্রামের আন্দোলন স্বৈরাচারি সরকারের ফ্যাসিবাদীসুলভ আক্রমণের সামনে মাথা নত করেনি, অনেক রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে জয়ী হয়েছে, সিপিএম সরকারকেই পিছু হটতে বাধ্য করেছে। এটাই আবার নতুন প্রেরণা হয়ে সিঙ্গুরের চাষি আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে।

সরকার পুলিস দিয়ে টাটার জন্য পাঁচিল তুলে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু জমিহারা কৃষকের ক্ষোভ-বিক্ষোভ ও প্রতিবাদকে ধ্বংস করতে পারেনি। প্রায় ৩,০০০ কৃষক তথাকথিত ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণ না করে প্রতিবাদে দৃঢ় ছিলেন। অভাবে-অনটনে ৪ জন চাষি আত্মহত্যা করেছেন, কিন্তু মাথা নত করেননি। তাই অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়ার দাবিতে ২৪ আগস্ট থেকে নতুন করে শুরু হওয়া অবস্থান আন্দোলনে সিঙ্গুরের চাষিরা দলে দলে এগিয়ে এসেছেন। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক সাধারণ মানুষ। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ধরনায় যোগ দিয়েছেন।

এই আন্দোলনের অন্যতম শরিক এস ইউ সি আইয়ের বক্তব্য, বিবৃতি, যার কিছু সাপ্তাহিক ‘গণদাবী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি সংকলন রূপে এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হল।

মানিক মুখার্জী

১লা অক্টোবর, ২০০৮
৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩

ভণ্ড মার্কসবাদী সি পি এম-এর সকল ষড়যন্ত্র পরাস্ত করে সিঙ্গুরের গরিব মানুষের আন্দোলনকে জয়যুক্ত করুন

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আবেদন

বন্ধুগণ,

আপনাদের সমর্থনের জোরে বলীয়ান হয়েই নন্দীগ্রামের গরিব মানুষেরা ঐতিহাসিক লড়াই চালিয়ে সিপিএম নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকারের উদ্ধত মাথাকে নত করিয়ে এক ঐতিহাসিক জয় অর্জন করতে পেরেছে। পেরেছে নিজেদের চাষের জমি-বসতবাড়ি-পুকুর-বাগান-বিদ্যালয় সবকিছু বিদেশি মাল্টিন্যাশনাল সালেমদের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে। এবারও আপনাদের বিপুল সমর্থনের শক্তিতেই প্রায় ৩ হাজার গরিব মানুষের কেড়ে নেওয়া চাষের জমি ফেরত পাওয়ার ন্যায্য দাবিতে সিঙ্গুরে হাজার হাজার মানুষের অবস্থান আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলন টাটা ও অন্যান্য পুঁজিপতি-সাম্রাজ্যবাদীদের, সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি সকল সরকারি দলের নেতাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। নন্দীগ্রামের লড়াই শুধু এ রাজ্যেই নয়, সারা দেশে ও বিশ্বে ঝড় তুলেছিল। হতাশা-নিরাশায় ধুঁকতে থাকা লক্ষ কোটি গরিব কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তকে নতুন সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, দেখিয়ে দিয়েছিল ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গণআন্দোলনের শক্তি কত শক্তিশালী হয়ে হাজার অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও এগোতে পারে, জয় ছিনিয়ে আনতে পারে। তাই নন্দীগ্রাম আজও এক স্মরণীয় নাম। ফলে সিঙ্গুরের এই আন্দোলনে শোষকশ্রেণী ও তাদের দালাল সরকারি দলগুলি খুবই শঙ্কিত। যেভাবেই হোক এই আন্দোলনকে ভাঙতে হবে, জনসমর্থন নষ্ট করতে হবে, তাই নানা ষড়যন্ত্র করছে।

গতবার নন্দীগ্রামে শুরুতেই দফায় দফায় সশস্ত্র পুলিশ-ক্রিমিনাল বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে বারবার মাটি রক্তাক্ত করে, বহু খুন-জখম-নারী ধর্ষণ-ধ্বংসলীলা চালিয়েও কিছু করতে পারেনি। যত অত্যাচার-নিপীড়ন বাড়িয়েছে, তত মানুষের দৃঢ়তা, সাহস ও তেজ বেড়েছে, আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। ফলে ধূর্ত সিপিএম এবার কৌশল পাল্টেছে। নানা ছলচাতুরি ও অপপ্রচারের রাস্তা নিয়েছে। এভাবে জনসমর্থন নষ্ট করতে পারলে তারা পরে সশস্ত্র হামলা চালাবে।

গত দুই বছর ধরে সিঙ্গুরের এই গরিব মানুষগুলি শত চাপ-প্রলোভন-জবরদস্তি অগ্রাহ্য করে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থেকেও বারবার দাবি জানিয়েছে 'আমরা টাকা নেব না, আমাদের চাষের জমি ফেবত দাও'। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন অভাবের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে, অনাহারে মারা গেছে, অনেকেই পথের ভিখারি হয়ে গেছে। সিপিএম নেতা ও মন্ত্রীদের টনক নড়েনি, কেউ এসে এদের দাবি মেনে মীমাংসা করার জন্য একটু সময়ও পায়নি। কারণ তারা সদা ব্যস্ত টাটা-আম্বানিদের দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের আদর আপ্যায়ন করতে, বণিক সভায় ভাষণ দিতে, দামী হোটেলে খানাপিনা করতে। গরিবের জন্য সময় নষ্ট করার মত সময় তাদের কোথায়! এইজন্যই দরদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজত্বে গ্রামের গরিবদের দুর্দশা দেখে 'শ্রীকান্ত' পুস্তকে অতি দুঃখে বলেছিলেন, 'পথের কুকুর যেমন পথেই জন্মে দু'দিন কোনও রকমে বেঁচে থেকে পথেই মরে, কেউ খোঁজ নেয় না, এদেশের গরিবদের দশাও তাই।' এখন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী রাজত্বের অবসান হয়েছে, চলছে দেশীয় পুঁজিপতি টাটা-বিড়লা-আম্বানিদের রাজত্ব। গ্রাম-শহরের গরিবদের দুর্দশা আরও ভয়ঙ্কর দাঁড়িয়েছে। টাটারাই দেশের ভাগ্যবিধাতা, তাদের প্রয়োজন, তাদের ইচ্ছাই সব, দিন দুঃখী গরিবরা নিমিত্তমাত্র। তাই এই দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের তুষ্ট করার জন্য, তাদের পদতলে বসে সেবা করার জন্য, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি নেতাদের কম্পিটিশান চলছে, কে কার আগে মন্ত্রীত্বের নোকরি পেতে পারে। টাটারা এক লাখ টাকার গাড়ি বের করে অন্য গাড়ি ব্যবসায়ীদের কম্পিটিশানে হারিয়ে বিশ্বের বাজার গ্রাস করে অঢেল লাভ করবে, এই তাদের 'মহৎ ইচ্ছা'। খড়্গপুরে উপযুক্ত অকৃষি জমি দেখানো হল, কিন্তু সেখানে কারখানা করলে যোগাযোগের একটু দূরত্বে উৎপাদন খরচ একটু বাড়বে, লাভ একটু কমবে, টাটা তাতে রাজি হল না, তার পছন্দ সিঙ্গুরের অতি উর্বর কৃষিজমি, এখানে করলে লাভ বেশি হবে। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি'র ভাষায় 'বাবু কহিলেন বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে'। আজকের

বাবু টাটার ইচ্ছায় সিপিএম সরকার ব্রিটিশ আমলের ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের আইন প্রয়োগ করে সিঙ্গুরের গরিব 'উপেনদের' জমি কেড়ে নিল। ৩৫ হাজারের মত গরিবদের একমাত্র অবলম্বন ও জীবিকাচ্যুত করে কারখানা করছে, যেখানে কাজ পাবে মাত্র কয়েকশো দেশি-বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান ও শ্রমিক। এর নাম 'ব্যাপক কর্মসংস্থান'। টাটা কোটি কোটি টাকা লাভ করবে, তারজন্য এই গরিব মানুষদের চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে পথের ভিখারি হতে হবে। এটাই 'উন্নয়ন', এটাই শিল্পায়ন!'

আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলে আমরা নাকি উন্নয়ন বিরোধী, শিল্পায়ন বিরোধী। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা চাই যথার্থ শিল্পায়ন হোক, যথার্থ উন্নয়ন হোক, ধাপ্পাবাজি নয়। বাস্তবে কি আজ এ রাজ্যে, এদেশে ও বিশ্বে কোথাও শিল্পায়ন হচ্ছে? হতে পারে, আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বাজার সঙ্কটের যুগে? প্রকৃত শিল্পায়ন হচ্ছে, ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদাপূরণে লাগাতার শিল্প গড়ে তোলা, যা ঘটেছিল অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে পশ্চিমী দুনিয়ায় বুর্জোয়া শিল্পবিপ্লবের যুগে, যখন শুধু কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনেই নয়, ব্যাপক শ্রমশক্তির চাহিদাপূরণেও কৃষিতে বিজ্ঞানের সাহায্যে আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ ঘটাতে হয়েছিল, ভূমিদাসদের কৃষি থেকে মুক্ত করে শিল্পাঞ্চলে পাঠাতে হয়েছিল। আজ সেই যুগ কোথায়? একমাত্র বিগত দিনের ইতিহাসের পাতায়। আজ শিল্পায়নের নয়, শিল্প ধ্বংসসাধনেরই যুগ। বিগত যুগের পুঁজিবাদ সৃষ্ট শিল্পকে আজকের যুগের পুঁজিবাদই ধ্বংস করছে। কারণ দীর্ঘ দিন ধরে শোষণ-লুণ্ঠনে নিষ্পেষিত জর্জরিত কোটি কোটি গরিব মানুষের জীবনের চাহিদা থাকলেও ক্রয়ক্ষমতা নেই, তাই 'বাজার অর্থনীতি'র বাজার নেই, তাই আজ লকআউট, ক্লোজার, রিট্রেঞ্চমেন্ট, ডাউনসাইজিং, আউট সোর্সিং, ওয়েজ ফ্রিজ, কন্ট্রাক্ট লেবার প্রথা ইত্যাদি চলছেই, বাড়ছেই। শুধু পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার দুই ধারেই নয়, সারা দেশে, খোদ মার্কিন মুল্লুকে, সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক শিল্পাঞ্চল আজ প্রায় শ্মশানপুরী, খাঁ খাঁ করছে। কোথাও ছিটেফোঁটা ২/১টা কারখানা হচ্ছে আবার কয়েকশো বন্ধ হচ্ছে। এই অবস্থায় যারা পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে শিল্পায়নের কথা বলছে, তারা কি ধাপ্পা দিচ্ছে না? শিল্পায়ন একমাত্র হতে পারে যদি পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এ অবস্থায় আমরা শুধু বন্ধ কারখানা খোলার দাবিই করি না, একই সঙ্গে আমরা দাবি করি পশ্চিম মেদিনীপুরে, বাঁকুড়ায়, পুরুলিয়ায়, মুর্শিদাবাদে, উত্তরবঙ্গে অকৃষি ও অনুর্বর বিস্তীর্ণ

অঞ্চলে শিল্প গড়া হোক। এই দাবিতে আমরা আন্দোলনও গড়ে তুলেছি।

আন্দোলন শুরুর মুহূর্তে সিপিএমের শিল্পমন্ত্রী মাঝরাতে হোটেলে টাটার সাথে সাক্ষাৎ করে পরামর্শ দিয়ে এলেন। পরদিনই টাটা হুঙ্কার দিলেন, 'সিঙ্গুরে আন্দোলন হলে তিনি সিঙ্গুর থেকে, এ রাজ্য থেকে সব শিল্প তুলে নিয়ে যাবেন, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্য শিল্পপতিরাও চলে যাবেন।' আগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী সিপিএম নেতা-মন্ত্রীরা, বশংবদ সংবাদমাধ্যমগুলি 'গেল গেল' রব তুলে দিল। যেন এতদিন টাটাদের দয়ায় রাজ্যবাসী স্বর্গ সুখে ছিল। এখন সবকিছু রসাতলে যাবে। এটা একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, যাতে রাজ্যবাসী ভয় পেয়ে সমর্থন তুলে নেয়। মনে রাখতে হবে, কোন শিল্পপতিই নেহাৎ দয়াদাক্ষিণ্য করার জন্য শিল্প গড়ে না, গড়ে নিজেদের গরজে, লাভের প্রয়োজনে। যেখানেই সস্তায় শ্রমিক ও কাঁচামাল পায়, বাজার-পরিকাঠামো পায়, সেখানেই পুঁজিপতি পুঁজি নিয়ে ছোটে, কেউ ডাকুক আর না ডাকুক, এমনকী আক্রমণ করে অন্য দেশ দখল করেও পুঁজি ঢালে লাভের জন্যেই। ব্রিটিশরা সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে এদেশে 'উন্নয়ন', 'শিল্পায়নের' জন্য কষ্ট করতে আসেনি। মার্কিন প্রভুদের ইরাকে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার 'মহান' আক্রমণের মূল কারণও এখানেই। এখন এরাজ্যে কতটুকু আন্দোলন চলছে! অনেক বেশি আন্দোলন হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, কংগ্রেস শাসনের পিরিয়ডে, কিন্তু কোন শিল্পপতি সরে যায়নি। বরং তখন এদেশে এ রাজ্য শিল্পে শীর্ষস্থানে ছিল। ভণ্ড মার্কসবাদী সিপিএমের রাজত্বের কল্যাণে টাটা এবার একটা 'মহৎ বাণী' শোনালেন, টাটা শোষণ করতে আসেননি, টাটা সর্বত্রই মানুষের প্রতি খুবই 'সংবেদনশীল', সিঙ্গুর ও পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতিও 'সংবেদনশীল'। 'সংবেদনশীল' টাটা কি সিঙ্গুরে দানচ্ছত্র খোলার জন্য এসেছেন? তিনি শোষণ করবেন না, কিন্তু লাভ করবেন, এ তত্ত্বও অর্থনীতি শাস্ত্রে অভিনব অবদান। ঝানু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাও বোধ হয় এতে লজ্জা পাবেন। 'সংবেদনশীল' এই টাটার জমি দখলের প্রয়োজনেই সিঙ্গুরে তরতাজা যুবক রাজকুমার ভুলকে খুন করা হয়েছে। কিশোরী তাপসী মালিককে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে। এই 'সংবেদশীল' টাটাই শ্রমিক ছাঁটাই করে জামসেদপুরে ইস্পাত কারখানায় ৮৫,০০০ থেকে ৪৪,০০০ এবং টেলকোতে ২২,০০০ থেকে ৭,০০০, পুনেতে গাড়ি কারখানায় ৩৫,০০০ থেকে ২১,০০০ করেছে। এই সিঙ্গুরেই চালু হওয়ার আগেই ৭০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। ওড়িশার সুকিন্দায় খনিতে এস ইউ সি আইয়ের শ্রমিক নেতা কমরেডস্ মুসা পাত্র ও শ্যামাপদ রাউতকে খুন করিয়েছে। সম্প্রতি টাটার জমির প্রয়োজনে

ওড়িশার বি জে পি সরকার কলিঙ্গনগরে ১২ জন আদিবাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে। যে পুঁজির মালিক হয়ে টাটার এত দম্ভ, সে পুঁজি কিন্তু সৃষ্টি করেছে বংশানুক্রমে এদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও জনগণ রক্ত জল করে, ঘাম ঝরিয়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দৌলতে বংশানুক্রমে টাটারা পুঁজির মালিক হয়ে আছে, সেই পুঁজি তুলে নেবে বলে আজকে তারা হুমকি দিচ্ছে।

আর এই 'সংবেদনশীল' টাটাদের, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের পদতলে বসে নিত্য সেবা করাই এখন সিপিএম নেতাদের ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন কংগ্রেস, বিজেপি ও অন্যান্য সরকারি দলের নেতারাও করে।

মানুষের মন নষ্ট করার জন্য, আন্দোলনের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার জন্য সিপিএম সরকার ষড়যন্ত্র করে সিঙ্গুরে অবস্থান হচ্ছে জেনেও এবং অবস্থান চলাকালীন দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে কয়েক হাজার গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে ধূয়া তুলে দিল, কত টাকার ক্ষতি হচ্ছে, কত খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হচ্ছে, খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে। অথচ এই গাড়িগুলি জি টি রোডে, দিল্লি রোডে, আরামবাগ রোডে ঘুরিয়ে দিতে পারত, কিন্তু করেনি। এটা যে এক জঘন্য ষড়যন্ত্র সেটা শুধু আমাদের কথাই নয়, গত ২৯শে আগস্ট ইংরেজি ও বাংলা স্টেটসম্যান, হিন্দুস্তান টাইমস, বর্তমান ও প্রতিদিন পত্রিকায় সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে। ৩০শে আগস্ট বর্তমানে প্রকাশিত সংবাদে ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন এর ফলে কোন জিনিসের দাম বাড়েনি। ফলে এই ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল।

আরেকটা প্রচার চালাচ্ছে, রাজ্য সরকার খোলা মনে বৈঠক করে মীমাংসা করতে প্রস্তুত, কিন্তু আন্দোলনকারীরা সাড়া দিচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী অতি ধূর্ততার সাথে তিনটি শর্ত দিয়েছেন, (১) আন্দোলন প্রত্যাহার করে আলোচনায় বসতে হবে ; (২) গাড়ির প্রকল্প সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে ; (৩) প্রচলিত আইনের কাঠামোর মধ্যেই মীমাংসা করতে হবে। এর আগেই তারা জানিয়ে দিয়েছেন প্রচলিত আইন অনুযায়ী জমির মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কেড়ে নেওয়া যায়, কিন্তু ফেরত দেওয়া যায় না। 'প্রকল্প সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখা' মানে যে জমি নেওয়া হয়েছে সবটাই প্রকল্পে লাগবে, কিছুই ফেরত দেওয়া যাবে না। এরপর 'বৈঠকে'র অর্থ কী? একমাত্র অর্থ হচ্ছে আন্দোলন তুলে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এয়ারকন্ডিশন রুমে বসে চা খেয়ে চাষিদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে আসা। একমাত্র মালিকের দালালরাই টাকা খেয়ে এ কাজ করতে পারে। এতেও যখন কাজ হল না, তখন সর্বশেষে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক প্রস্তাব দিলেন, 'আন্দোলন তোলার

দরকার নেই, না হয় ক্ষতিপুরণ আরও কিছু বেশি দেওয়া যাবে, আলোচনায় আসুন।' চাষিরা কিন্তু ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি করেনি, দাবি করেছে তাদের একমাত্র অবলম্বন কেড়ে নেওয়া জমি ফেরত দিতে হবে। তারা ১০০০ একর চায়নি, চেয়েছে মাত্র ৪০০ একর। এ যাবত যেখানে যত গাড়ির কারখানা হয়েছে তাতে লেগেছে মাত্র ৩০০ থেকে ৩৫০ একর জমি। কিন্তু সিঙ্গুরে বাড়তি জমি নেওয়া হচ্ছে তাদের অত্যধিক লাভের স্বার্থে, অনুসারী শিল্পের নামে।

বন্ধুগণ, এটা শুধু সিঙ্গুরের গরিব মানুষের আন্দোলন নয়, এ রাজ্যের ও দেশের সকল গরিব মানুষেরই আন্দোলন, তাদের ন্যায্য দাবি ও ন্যায্য অধিকার আদায়েরই আন্দোলন। এদেশে লড়াই ছাড়া, গণআন্দোলন ছাড়া কোন দাবি আদায় হয় না। এদেশে রাষ্ট্রশক্তি, সরকার, সরকারি দল, আইন-আদালত, পুলিশ-প্রশাসন, এমনকী অধিকাংশ 'নির্ভীক নিরপেক্ষ' সংবাদমাধ্যম দেশি-বিদেশি পুঁজির হুকুমেই চলে। তাই বারবার গরিব মানুষের উপর আক্রমণ নেমে আসে, বাঁচতে হলে গরিব মানুষকে লড়াই করেই বাঁচতে হবে। এই লড়াইগুলি করে একদিকে আশু আক্রমণ ঠেকাতে হবে, আশু দাবি আদায় করতে হবে, আবার এই লড়াইয়ের পথেই সংগ্রামী রাজনৈতিক চেতনা, একতা, নৈতিক বল, সাহস, তেজ অর্জন করে করে আগামী দিনে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জমি তৈরি করতে হবে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক, মহিলা, মধ্যবিত্ত সকলকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিচু স্তর থেকে গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলে নিজস্ব দাবি আদায়ের জন্য লড়তে হবে, আবার একের লড়াইকে অপরের লড়াই গণ্য করে সমর্থনে এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা একথাও বলতে চাই, গণআন্দোলনের স্বার্থে মহান লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী মূল শত্রুর বিরুদ্ধে বিরোধী অন্যান্য আন্দোলনের শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনেই তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আমাদের দল এস ইউ সি আই জোটবদ্ধ হয়েছে। বিগত সিঙ্গুর আন্দোলনে নিচু স্তরে এই ঐক্যের সূচনা হয়েছিল, নন্দীগ্রামে আরও ব্যাপকতর হয়েছিল, নন্দীগ্রামে ১৪ই মার্চ ও নভেম্বরে সিপিএমের ফ্যাসিবাদি আক্রমণের নির্মমতা প্রত্যক্ষ করে এই ঐক্যকে আমরা রাজ্য স্তরে সম্প্রসারিত করেছি। তৃণমূল কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং এস ইউ সি আই-এর পুঁজিবাদবিরোধী বৈপ্লবিক লক্ষ্যের মধ্যে এবং উভয়ের মূল আদর্শ মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে রচিত সকল জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে

জাতীয় বুর্জোয়া দল কংগ্রেস ও বিজেপি'র সাথে সমদূরত্ব বজায় রেখে এই আন্দোলনগুলি চালানো হবে। পশ্চিমবঙ্গের দলমত নির্বিশেষে সকল সৎ ও সংগ্রামী মানুষ এবং ফ্রন্টের অন্যান্য দলের, বিশেষত সিপিএমের নিচুতলার সৎ কর্মী-সমর্থকেরাও এই আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। মনে রাখবেন শোষণের স্বার্থে, শ্রেণীগত স্বার্থে টাটার পক্ষে সকল দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা, বণিক সংস্থাগুলি নেমেছে, এর বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের শ্রেণীগত স্বার্থে সকল শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষকে সিঙ্গুরের গরিব মানুষের পক্ষে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াতে হবে। এই আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের বিশেষভাবে সামিল হতে হবে। তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার মহান নেতা নেতাজীর সেই অবিস্মরণীয় উক্তি — ''অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করে না, সে নিজের মনুষ্যত্বের অসম্মান করে, অত্যাচারিত ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্মান করে।'' বলেছিলেন — ''মিথ্যা আর অন্যায়ের সাথে আপস করা নিকৃষ্টতম অপরাধ।'' ছাত্র-যুবকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের অবিস্মরণীয় উক্তি, ''ব্যক্তি হিসাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করতে পারলে সে মানুষ নামেরই যোগ্য নয়।'' তিনি আরও বলেছেন, ''বিপ্লবী আন্দোলন এবং লড়াই যারা গড়ে তোলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা লড়াই শুরু করে, প্রথমে তাদের দিতে হয় বেশি, মরতে হয় বেশি, ত্যাগ করতে হয় বেশি। ... তাদের মনোভাব থাকে, তারা মরবে তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, তবু লড়াই ছাড়বে না। ... এই মানসিকতার ভিত্তিতেই সব দেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং বিপ্লবী আন্দোলনের জমি তৈরি হয়েছে।''

আশা করি আপনাদের সক্রিয় সমর্থনে সিঙ্গুরের আন্দোলন অবশ্যই জয়যুক্ত হবে।

অভিনন্দন সহ

প্রভাস ঘোষ

সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

এস ইউ সি আই

৩১ আগস্ট, ২০০৮

সিঙ্গুর প্রশ্নে শ্রেণীস্বার্থে একদিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা অন্যদিকে দেশের গরিব চাষি খেতমজুর শ্রমিক মধ্যবিত্ত

১ সেপ্টেম্বর ধরনা সমাবেশে কমরেড প্রভাস ঘোষ

অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়ার দাবিতে সিঙ্গুরের ধরনায় প্রথম দিন থেকেই এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীরা যোগ দিয়েছেন। প্রথমদিনই ধরনায় মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে যোগ দেন কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও কমরেড সৌমেন বসু। পরেও একাধিকবার কমরেড মানিক মুখার্জী গিয়েছেন, কমরেড সৌমেন বসুও যাচ্ছেন। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সলিল চক্রবর্তীও যান। একটানা সেখানে রয়েছেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রশান্ত ঘটক, কমরেড সদানন্দ বাগল। এ ছাড়াও হুগলি জেলার পার্টি সংগঠক ও কর্মীরা ২৪ ঘণ্টা এস ইউ সি আইয়ের ক্যাম্পে ও মূল ধরনা মঞ্চে আছেন। প্রতিদিন নানা জেলা থেকে পার্টি ও গণসংগঠনগুলির কর্মী-সমর্থকরা মিছিল করে আন্দোলনের সমর্থনে সেখানে সমবেত হচ্ছেন। সেখানে অনেকেই কমরেড প্রভাস ঘোষের উপস্থিতি প্রত্যাশা করেছেন। ১ সেপ্টেম্বর কমরেড প্রভাস ঘোষ ধরনামঞ্চে উপস্থিত হলে মমতা ব্যানার্জী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁর উপস্থিতি মাইকে ঘোষণা করেন। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেনঃ

২৪ আগস্ট থেকে আজ অষ্টম দিন পর্যন্ত আপনারা ঝড়-বৃষ্টি-রোদ উপেক্ষা করে এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালাচ্ছেন। আমি সর্বপ্রথমে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই এই ধরনের ঐতিহাসিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। আপনারা জানেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় আমাদের দল দীর্ঘদিন আন্দোলন করে যাচ্ছে। এই সিঙ্গুরের আন্দোলনে প্রথম দিন থেকেই আমাদের দল আছে। এর মধ্য দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে

আমাদের ঐক্য গড়ে ওঠে। এরপর নন্দীগ্রামে তা সম্প্রসারিত হয়, এখন রাজ্যস্তরেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। আপনাদের এই আন্দোলনের তাৎপর্য সিঙ্গুরের ৪০০ একর জমি উদ্ধার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গোটা পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি গরিব মানুষ তাকিয়ে আছে এই আন্দোলনের দিকে, গোটা দেশের সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষ এই আন্দোলন থেকেই প্রেরণা পাচ্ছে। এই আন্দোলনকে ভিত্তি করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ছবিটা আজ পরিষ্কার। একদিকে রয়েছে টাটা, আম্বানি, গোয়েঙ্কা এই ধরনের দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণী এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা, যার হয়ে কাজ করছে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির মতো দল ও সরকারগুলো। অন্যদিকে আছে ভারতবর্ষের কোটি কোটি গরিব কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত মানুষ। এইভাবে গোটা দেশ এই আন্দোলনকে ভিত্তি করে আজ বিভক্ত হয়ে আছে। ফলে সরকার এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যতই অপপ্রচার করুক, একে ভাঙতে পারবে না। আপনারা লক্ষ্য করছেন, গতবার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে ভাঙতে প্রথমেই লাঠি-গুলি চালিয়ে গণহত্যা করেছিল সরকার। এখানে রাজকুমার ভুল, তাপসী মালিককে খুন করেছিল। নন্দীগ্রামে গণহত্যা চালিয়েছিল, ক্রিমিনালরা ধর্ষণ করেছিল বহু নারীকে। তা সত্ত্বেও তারা আন্দোলনকে ভাঙতে পারেনি, বরং অত্যাচার যত বেড়েছে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়েছে, দৃঢ় হয়েছে। তাই এবার তারা কৌশল পাল্টেছে। এবার সিপিএম সরকার ভাব দেখাচ্ছে, তারা আলোচনা করতে চায়। এটা বিরাট ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী মধ্যরাত্রে হোটেলে গিয়ে টাটার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে পরামর্শ দিলেন। পরদিনই টাটা হুমকি দিল তারা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যাবে, অন্য পুঁজিপতিরাও চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদমাধ্যমগুলোকে দিয়ে হাওয়া তুলে দেওয়া হল যে, পশ্চিমবঙ্গে আর শিল্প হবে না, সব মরুভূমি হয়ে যাবে। আমরা বলতে চাই, টাটা এখানে দয়া করার জন্য আসেনি। কোনও পুঁজিপতিই সেজন্য আসে না, তারা আসে লাভ করার জন্য, লুণ্ঠন করার জন্য। পুঁজিপতিরা যতদিন সস্তায় শ্রমিক, কাঁচামাল পাবে, বাজার পাবে, লাভের সুযোগ পাবে ততদিনই তারা এখানে আসবে, পুঁজি ঢালবে, কেউ এখান থেকে যাবে না। এই হুমকিটা হচ্ছে আপনাদের বিভ্রান্ত করার জন্য। যে পুঁজির জন্য টাটার এই দম্ভ, যা তার তুলে নিয়ে যাবে বলছে, সেই পুঁজি কে সৃষ্টি করেছে? টাটাকে তা ভগবান দেয়নি, পুরুষানুক্রমে এদেশের হাজার হাজার শ্রমিক রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে এই পুঁজি সৃষ্টি করেছে। পুঁজিবাদী মালিকানার দৌলতে টাটা তার মালিক।

ওরা বলে আমরা নাকি শিল্পায়নবিরোধী। আমরা বলি, শিল্পায়নের নামে তোমরা ধাপ্পা দিচ্ছ, এটা যথার্থ শিল্পায়ন নয়। এই হুগলি জেলায় গঙ্গার দু'ধারে শত শত কারখানা বন্ধ। শিল্পাঞ্চল এখানে শ্মশান, খাঁ খাঁ করছে। আজকের এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী যুগে কোথাও শিল্পায়ন হচ্ছে না, শিল্পের ধ্বংসসাধন হচ্ছে। আমরা চাই শিল্প হোক। কিন্তু শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই শিল্পায়নের পথে প্রধান বাধা। শিল্পায়ন করতে হলে এই পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে হবে। পুঁজিপতিদের আজ বাজার নেই। বাজারসংকট বলেই খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি আসছে। এর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র চাষি, গরিব চাষি, খেতমজুর, খুচরো ব্যবসায়ী — সকলে ঐক্যবদ্ধ একই দাবিতে, একই স্বার্থে তারা ঐক্যবদ্ধ।

আপনাদের শত্রু কে? শত্রু এদেশের টাটা-আম্বানিরা, এদেশের পুঁজিপতিরা। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির সরকার হচ্ছে ওদের গোলাম। ওরা গদির জন্য, মন্ত্রীত্বের জন্য টাটা-আম্বানিকে তুষ্ট করছে; সাম্রাজ্যবাদকে এদেশ লুট করার সুযোগ করে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ লুট করার জন্য সিপিএম দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির সাথে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকেও ডেকে আনছে। এইভাবে যারা সাম্রাজ্যবাদের গোলামি করছে, একচেটিয়া পুঁজির গোলামি করছে, তারাই দেখুন, কলকাতায় আজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মিছিল করছে মানুষকে ঠকাবার জন্য।

আমরা শিল্প চাই। এই পশ্চিমবাংলায় প্রচুর অকৃষি জমি পড়ে আছে, সেখানে শিল্প হতে পারে। আপনারা কি জানেন, এই খড়্গপুরে অকৃষি জমি ছিল, যেখানে টাটা কারখানা করতে পারত? টাটা রাজি হয়নি। সিঙ্গুরে এসেছে। কেন? কারণ এখানে কারখানা করলে টাটা অনেক বেশি লাভ করবে। এক লাখ টাকার গাড়ি কার জন্য? টাটা বিশ্বের গাড়ির বাজার গ্রাস করবে। তাতে তার লাভ বাড়বে। তার জন্যই সিঙ্গুরে গরিব চাষিদের উৎখাত করতে হবে। এই হচ্ছে তার শর্ত। এখানে আমাদের দেশে গরিব চাষি, খেতমজুর, খুচরো ব্যবসায়ী — এদের জীবনের কোনও মূল্য নেই। এদের বাঁচার কোনও প্রয়োজন নেই। একমাত্র প্রয়োজন টাটা যাতে আরও লাভ করতে পারে, আম্বানি যাতে আরও লাভ করতে পারে। এর জন্যই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার, রাজ্যের সিপিএম সরকার রয়েছে। ফলে এ লড়াই গরিব মানুষের লড়াই। এ লড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই। এই লড়াইতে গরিব চাষি, খেতমজুর, শহরের শ্রমিক, মধ্যবিত্ত জনগণ— সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র একদিন বলেছিলেন, মিথ্যা আর অন্যায়ের সাথে আপস করা হচ্ছে নিকৃষ্টতম অপরাধ। আমাদের নেতা কমরেড

শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ব্যক্তি হিসাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পারলে সে মানুষ নামেরই যোগ্য নয়। আমরা মার্কসবাদী দল। সিপিএম মার্কসবাদী নয়। গান্ধীবাদীদের মধ্যেও ভণ্ড আছে, খাঁটি আছে। মার্কসবাদীদের মধ্যেও ভণ্ড আছে, আবার খাঁটিও আছে। আমরা মার্কসবাদের ঝাণ্ডা নিয়ে লড়ছি, মমতা ব্যানার্জী গান্ধীবাদের ঝাণ্ডা নিয়ে লড়ছেন। এই গান্ধীবাদের ঝাণ্ডা যতক্ষণ গণআন্দোলনের পক্ষে, লড়াইয়ের পক্ষে, ততক্ষণ আমাদের ঐক্য থাকবে, আমরা এগোব। আমাদের দলের যা শক্তি তার সবটাই নিয়োগ করেছি এই গণআন্দোলনের পক্ষে। আপনারা দেখছেন, প্রতিদিন আমাদের ছোট বড় মিছিল এখানে আসছে। পাশাপাশি পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায়, গ্রামে-শহরে আমরা অসংখ্য মিটিং করছি, লক্ষ লক্ষ হ্যান্ডবিল বিতরণ করছি। সংবাদমাধ্যম প্রতিদিন যে মিথ্যা কুৎসা রটাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে এই কথাগুলো মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। আমরা জিতব। আপনারা জয়লাভ করবেন। একমাত্র লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই নন্দীগ্রাম জয়লাভ করেছে। কোনও আইনের জোরে, আদালতের জোরে, সরকারের জোরে নয় — লড়াইয়ের জোরে, রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে নন্দীগ্রাম জয়লাভ করেছে। আপনারা লড়াই চালিয়ে যান, তাহলেই সিপিএম সরকারের উদ্ধত মাথা নন্দীগ্রাম যেমন নামিয়ে দিয়েছিল, আমরা প্রাথমিকে ইংরাজি চালুর আন্দোলনের সময়েও বছরের পর বছর লড়াই করে মাথাকে নুইয়ে দিয়েছিলাম, সিঙ্গুরের এই আন্দোলনও তেমনই জয়লাভ করবে। সিঙ্গুরের এই আন্দোলন গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন। আপনারা দেখুন, টাটার পক্ষে গোটা দেশের পুঁজিপতিরা এসেছে, সাম্রাজ্যবাদীরা এসেছে। ওরা আতঙ্কিত, কারণ গরিব মানুষ মাথা তুলছে, তারা লড়ছে, প্রতিবাদ করছে, দাবি আদায় করছে। সিঙ্গুর প্রশ্নে দেশি পুঁজিপতিরা, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শ্রেণীস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ। অন্যদিকে গোটা দেশের চাষি, খেতমজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্তরাও তাদের শ্রেণীস্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, রাজনীতি আসলে দুটি। একটা হচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের গোলামি করার গদির রাজনীতি, মন্ত্রীত্বের রাজনীতি। আরেকটা হচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, লড়াই এবং দাবি আদায় করার রাজনীতি। আমরা এই দ্বিতীয় রাজনীতির পক্ষে এবং তার ভিত্তিতে আন্দোলন চলছে। আমরা এই আন্দোলনের সাথে সমস্ত শক্তি নিয়ে আছি এবং থাকব। আপনারা যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তার জন্য আপনাদের আবার আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

টাটার আশ্বাসে ভুলিবেন না

— সুভাষচন্দ্র বসু

''...বিশ্ব-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা আসিয়াছে। তাহার প্রভাব এখানেও পড়িতেছে। প্রায় সব কোম্পানিই, এমনকী টাটা ও বর্মা অয়েল কোম্পানিও লোক ছাঁটাই করিতেছে। এ পরিস্থিতিতে আপনারা আপনাদের ইউনিয়নকে শক্তিশালী করুন। আপনাদের মালিকরা আশ্বাস দিতেছেন যে, তাঁহারা অফিস খুলিবেন ও আপনাদের স্বার্থ দেখিবেন, অতএব আপনারা ইউনিয়নগুলি ভাঙিয়া দিন। এ আশ্বাসে ভুলিবেন না।''

(১ ডিসেম্বর ১৯৩০, বজবজে শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ)

জামশেদপুরে 'টাটা আয়রন এ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস'-এর ১৮ হাজার শ্রমিক কর্তৃপক্ষের বঞ্চনার প্রতিবাদে কয়েকমাসব্যাপী ধর্মঘট চালায়। সে প্রসঙ্গে ১৯২৮-এর ২৭ অক্টোবর তিনি এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন ঃ

''কর্তৃপক্ষের সম্মুখে এখন মূল সমস্যা হইল সম হারে বোনাস বণ্টন ও বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, জল ও আলো সহ কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত, অফিসাররা যেন শ্রমিকদের সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেন। চতুর্থত, স্বেচ্ছামতো শাস্তিদান ও এককথায় ছাঁটাই বন্ধ করা। পঞ্চমত, অবসর লইবার সময় বৃদ্ধ কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি দান। ষষ্ঠত, ছুটি ও চাকরি সংক্রান্ত নিয়মের সংশোধন। শেষত, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে যে শ্রমিকরা কাজ করে তাহাদের অভিযোগ দূর করা।

... তাঁহারা যদি উদার মনোভাব লইয়া উপরিউক্ত সমস্যাগুলি একইসঙ্গে সমাধান করিতে অগ্রসর হন, একমাত্র তাহা হইলেই, বোর্ডের চেয়ারম্যান যে স্থায়ী শান্তি চাহিতেছেন তাহা আসিবে।

দুর্ভাগ্যবশত কোন কোন মহলে এই ধারণা আছে যে, জামসেদপুরের শ্রমিকরা ভাল বেতন পায়, এমনকী তাহাদের মাথায় তোলা হইয়াছে। এই ধারণা একেবারেই ভুল। জামসেদপুরের শ্রমিকদের অভিযোগগুলি যথার্থ ও সঙ্গত। ঐ অভিযোগগুলি দূর করিতে হইবে।...''

সমাজ নয়,
মুনাফার প্রতিই দায়বদ্ধ টাটারা

সিঙ্গুরে জমি দিতে অনিচ্ছুক চাষিরা জমি ফেরত চেয়ে পুনরায় আন্দোলন শুরু করতেই টাটারা কারখানা সরিয়ে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ কিছু সংবাদমাধ্যম রাজ্য রসাতলে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় মায়াকান্না শুরু করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী সহ সিপিএম নেতারাও একেবারে গেল গেল রব তুলে দিয়েছেন।

টাটা মোটর্স-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবিকান্ত হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'যতদিন ধৈর্য আছে, ততদিনই সিঙ্গুরে আছি।' বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাঁরা এই রাজ্যে শিল্পায়ন চান কি না।' শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন টাটার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, 'টাটারা সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাস করে। তারা এ দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেও সামাজিক ও মানবিক দিকগুলিতে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে বরাবর অগ্রণী। কিন্তু সিঙ্গুর নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলি টাটাদেরও নানাভাবে পীড়িত করছে। আর এই কারণে তারা জমি বিতর্ক থেকে নিজেদের দূরে রাখতে আগ্রহী।' ইতিপূর্বে সিঙ্গুরের কৃষকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'টাটারা অন্যরকম শিল্পপতি। তাদের একটা আলাদা মর্যাদা আছে এবং তারা অবশ্যই চাষিদের ক্ষতিপূরণ, কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলি দেখবে।'

দেখা যাক, কোথায় কী সামাজিক দায়বদ্ধতা দেখিয়েছে টাটারা? সিঙ্গুরে আজও পর্যন্ত কর্মসংস্থান সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি টাটা কর্তৃপক্ষ। কিশোরী তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারল দুষ্কৃতীরা, পুলিশ লাঠিপেটা করে হত্যা করল রাজকুমার ভুলকে; টাটারা তাঁদের জন্য দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি। একের পর এক জমিহারা চাষি নিরুপায় জীবনে বাঁচার কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে আত্মহত্যা করল। হতদরিদ্র, অসহায় এই পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়ে টাটারা একটি সান্ত্বনার বাক্যও উচ্চারণ করেনি। ২০০৬ সালের ২ ডিসেম্বর সিঙ্গুরে প্রতিবাদী চাষিদের উপর পুলিশি নৃশংসতায় শিউরে উঠেছিল গোটা বিশ্ব, গোটা ২০০৭ সাল জুড়ে নন্দীগ্রামে পুলিশ এবং সিপিএমের ক্রিমিনাল বাহিনীর ফ্যাসিবাদী আক্রমণে

নিহত হলেন অসংখ্য কৃষক, ধর্ষিতা হলেন কত মা-বোন। এই পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কার ধ্বনিত হল দেশে-বিদেশে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এর নিন্দায় সোচ্চার হলেন, অথচ টাটাদের মুখ দিয়ে একটি নিন্দাবাক্যও উচ্চারিত হল না। এই যদি টাটার সামাজিক দায়বদ্ধতা হয়, তবে তা দেখে সিপিএম নেতারা আপ্লুত হতে পারেন, সিঙ্গুরের জমিহারা চাষি বা দেশের সাধারণ মানুষের তাতে বিগলিত হওয়ার কিছু নেই।

দেশের যেখানেই টাটা কারখানা করেছে, কোথাওই তারা ন্যূনতম দায়বদ্ধতাও পালন করেনি। শুধু টাটা কেন, কোনও পুঁজিপতিই এটা করে না; পুঁজিপতিদের এ ধর্মই নয়। স্বাধীনতার আগেই বিহারে, বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ইস্পাত কারখানা করেছে টাটারা। কী লাভ হয়েছে সেখানকার স্থানীয় মানুষ আদিবাসীদের? স্বাধীনতার ছ'দশকেই পুঁজির পাহাড় জমিয়েছে টাটা, আর ঝাড়খণ্ড আজও দেশের দরিদ্রতম রাজ্যগুলির অন্যতম। টাটা ব্রিটেনে ৫৫ হাজার কোটি টাকা দিয়ে ডাচ ইস্পাত কারখানা 'কোরাস' কিনেছে, দেশে দেশে আরও বহু কারখানা, খনি কিনেই চলেছে তারা। একদিন ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা এ দেশে এসেছিল ভারতীয়দের 'উন্নয়ন' করার কথা বলে। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল লুঠ। টাটা-আম্বানি-জিন্দালরাও আজ আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতেও বিপুল পরিমাণ পুঁজি ঢালছে, সেও ওই দেশগুলির উন্নয়নের কথা বলেই। তবুও, তাদের আসল লক্ষ্য যে শোষণ-লুণ্ঠন চালানো, তা আজ কোথাওই অস্পষ্ট নেই। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সস্তা দরে কিনতে গিয়ে সে দেশের সাধারণ মানুষের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে টাটারা। উন্নয়নের গিল্টি করা সোনালি ছবি দেখিয়েও বাংলাদেশের মানুষকে ধোঁকা দিতে পারেনি টাটারা।

টাটাদের সমাজসেবী ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য প্রচার তোলা হয়েছে, টাটা তার শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের ভাল বেতন দেয়। এই প্রচার টাটারা চালিয়েছে একেবারে শুরু থেকে। সেই ১৯২৮ সালে জামশেদপুরে 'টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কার্স-এর ১৮ হাজার শ্রমিক কর্তৃপক্ষের বঞ্চনার প্রতিবাদে কয়েক মাসব্যাপী ধর্মঘট চালায়। তাদের দাবিগুলি ছিল ঃ সমহারে বোনাস বণ্টন ও বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি; জল ও আলো সহ কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা; শ্রমিকদের সঙ্গে অফিসারদের সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার; ইচ্ছামতো শাস্তিদান ও এককথায় ছাঁটাই বন্ধ করা; অবসর নেওয়ার সময় বৃদ্ধ কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি দেওয়া ইত্যাদি। এই

ধর্মঘটিদের সমর্থনে এক বিবৃতিতে ২৭ অক্টোবর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, ''দুর্ভাগ্যবশত কোনও কোনও মহলে এই ধারণা আছে যে, জামশেদপুরের শ্রমিকরা ভাল বেতন পায়, এমনকী তাহাদের মাথায় তোলা হইয়াছে। এই ধারণা একেবারেই ভুল। জামশেদপুরের শ্রমিকদের অভিযোগগুলি দূর করিতে হইবে।''

টাটারা নাকি অন্য রকম শিল্পপতি! যেন তাদের উত্থানের ইতিহাস আর পাঁচজন শিল্পপতির লুণ্ঠনের ইতিহাস থেকে আলাদা! ১৯০৭ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এবং বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মসভার কৃতিত্ব ইত্যাদির প্রভাবে যখন দেশের মধ্যে প্রবল স্বাদেশিকতার ঢেউ চলছে, তখন স্বদেশী পুঁজি নিয়ে শিল্প গড়ে তোলার আবেগকে অদ্ভুত দক্ষতায় কাজে লাগিয়েছিলেন জামশেদজি টাটা। স্বদেশি শিল্পের নামে প্রবল প্রচার তুলে বোম্বাই এলাকার মানুষদের কাছ থেকে আড়াই কোটি টাকা সংগ্রহ করে জামশেদপুরে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির যাত্রা শুরু। এই প্ল্যান্টের জন্য লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ খনি, বনাঞ্চল ও শ্রমিকদের ওপর দখল কায়েম করার ইতিহাস যেমন রোমহর্ষক তেমনই নিষ্ঠুর। টাটা স্টিল প্রজেক্টের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ১৯০৩-০৪ সালে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের রাজদরবারের সাথে চুক্তি করে মাত্র ৫০ হাজার টাকায় লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ অঞ্চল টাটারা নিজ দখলে নেয়। এবং তারপরেই বামনাঘাটি থেকে পুঞ্চুর পর্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক আদিবাসীকে তাঁদের বাসস্থান থেকে উৎখাত করা হয়; কোনও রকম ক্ষতিপূরণ কিংবা বিকল্প বাসস্থান, কোনও কিছুরই ব্যবস্থা টাটারা সেদিন তাঁদের জন্য করেনি।

শুধু তাই নয়। সেই সময় খনি থেকে লৌহ আকরিক উত্তোলনে গড়ে প্রতিদিন কাজ করতেন ৩০০০ জন শ্রমিক। যেহেতু সেই সময় ময়ূরভঞ্জের সামন্তী সমাজব্যবস্থায় আদিবাসী মানুষদের বেগার খাটানোর বর্বর রীতি চালু ছিল, মহানুভব টাটারাও সেই প্রথার সুযোগ নিয়ে হয় একেবারেই বেগার, অথবা নামমাত্র মজুরি দিয়ে খনির কাজে অনিচ্ছুক ও আতঙ্কিত মজুরদের জোর করে কাজ করাতে থাকে। মাঝখানে কিছু কিছু বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হলেও ১৯০৭ থেকে '৪৭ — প্রায় চল্লিশ বছর এভাবেই চলেছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ মে প্রজা মহামণ্ডল নামে এক সমাবেশে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবি ওঠে এবং ঐ এলাকার শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার আদায় করে।

শ্রমিক আন্দোলন দমনেও টাটাদের বর্বরতা কোনও অংশে কম নয়। ওড়িশার সুকিন্দায় খনিশ্রমিকদের আন্দোলন দমন করতে টাটাদের ভাড়াটে গুন্ডা ও পুলিশ

মিলিতভাবে ১৯৯২ সালে এস ইউ সি আই কর্মী খনিশ্রমিক কমরেড মুসা পাত্রকে এবং ১৯৯৩ এর ২৫ জুলাই খনিশ্রমিক নেতা কমরেড শ্যামাপদ রাউতকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। টাটাদের মদতেই একদিন তাদের সেবাদাস মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক ওড়িশা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ''এস ইউ সি আইকে ওড়িশার মাটি থেকে মুছে দেব।'' কারণ এস ইউ সি আই শ্রমিকদের ওপর টাটার অন্যায় শোষণ-জুলুমের পক্ষে দাঁড়ায়নি, দাঁড়িয়েছিল খনিমজুরদের পক্ষে।

সুতরাং টাটাদের শিল্পসাম্রাজ্যের উত্থানের ইতিহাস অন্যান্য পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের মতোই, অন্য রকম কিছু নয়। কৃষকদের জমি লুঠ, শ্রমিকদের চরম শোষণ, দেশের কাঁচামাল লুঠ প্রভৃতি যে প্রক্রিয়ায় পুঁজির সৃষ্টি হয়, ছোট বা মাঝারি পুঁজির মালিক যে প্রক্রিয়ায় কালক্রমে একচেটিয়া পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হয়, টাটারাও সেই একই প্রক্রিয়ায় ধনবান হয়েছে। এটা কেবল টাটাদের ক্ষেত্রে ঘটেছে, তা নয়, সমগ্র পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যবস্থাটাই চলছে এই নিয়মে। আর এই নিয়মেই কোটি কোটি ভারতবাসী গরিবির অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধদেববাবু-নিরুপমবাবুরা পুঁজিপতিদের নয়া সেবাদাস হয়ে এই সত্যটাই চাষি-মজুর-মধ্যবিত্ত মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চাইছেন এবং সেই জন্যই শোষক-লুঠেরা টাটার বন্দনায় মেতে উঠেছেন।

কোথায় কর্মসংস্থান? কর্মসংকোচনই এখন টাটার কারখানাগুলির মূল চিত্র। জামশেদপুরের টাটা স্টিলে ১৯৯১ সালে মোট ১০ লাখ টন স্টিল উৎপাদন হত, কাজ করতেন ৮৫ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। ২০০৫-এ সেখানে উৎপাদন হয় ৫০ লাখ টন স্টিল, অর্থাৎ পাঁচগুণ বেশি, অথচ কর্মীসংখ্যা কমে হয়েছে ৪৪ হাজার; অর্ধেক ছাঁটাই হয়ে গেছে। টেলকোতে শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২২ হাজার; এখন রয়েছে মাত্র ৭ হাজার; দুই-তৃতীয়াংশ ছেঁটে ফেলেছে। পুনেতে টাটা মোটর্সের বিশাল কারখানা। ১৯৯৯ সালে কাজ করতেন ৩৫ হাজার শ্রমিক। উৎপাদন হত ১ লাখ ২৯ হাজার ৪০০টি গাড়ি। ২০০৪-এ কাজ করছেন ২১ হাজার শ্রমিক, গাড়ি উৎপাদন হয় ৩ লাখ ১১ হাজার ৫০০টি। টাটারাই দেশের মধ্যে প্রথম 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের' সূচনা করেছিল গুজরাটে তাদের মিঠাপুর কেমিকেল ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক ছাঁটাই করতে। মুনাফার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে আজ সর্বত্রই তারা শ্রমিকদের ছাঁটাই করে কারখানাগুলিকে আরও বেশি যন্ত্রনির্ভর করে তুলেছে। ফলে সিপিএম নেতা-মন্ত্রীরা সিঙ্গুরেও যে কর্মসংস্থানের গল্প শোনাচ্ছেন, তা নিছক টাটার দালালি ছাড়া আর কিছু নয়। সিঙ্গুরে উৎপাদিত টাটার ছোট গাড়ি

নাকি বিশ্বের বাজার ধরবে। রবিকান্তের ভাষায়, গোটা পৃথিবী তাকিয়ে রয়েছে এই গাড়ির দিকে। তাদের এই গোটা পৃথিবী বলতে কি পৃথিবীর নব্বই ভাগ কৃষক-শ্রমিক-খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষকে বোঝায়, নাকি তা আসলে পৃথিবীর অল্পসংখ্যক মানুষ, যারা গাড়ি কিনতে পারবে? যারা ভুখা পেটে পথের ধারে গাড়ির ধোঁয়া খায়, টাটাদের এই পৃথিবীতে তাদের ঠাঁই নেই। গোটা বিশ্বের অটোমোবাইল শিল্পে নাকি প্রভাব ফেলতে চলেছে ন্যানো। অর্থাৎ টাটা এই গাড়ি বিক্রি করে শত শত কোটি টাকা মুনাফা করবে, আর সিঙ্গুরের অনথিভুক্ত বর্গাদারদের পরিবারগুলি, খেতমজুর পরিবারগুলি পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াবে, আত্মহত্যা করবে, কেউ সিঙ্গুরে টাটা-উপনগরীর কোনও অফিসারের বাংলো বা ফ্ল্যাটে পরিচারিকার কাজ করবে, কারও বা দেহবিক্রি ছাড়া উপায় থাকবে না। সিপিএম নেতারা টাটার যে দায়িত্ববোধের কথা বলতে গিয়ে আপ্লুত হয়ে উঠছেন, এ তো সেই দায়িত্ববোধ!

টাটাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতে সিপিএম নেতারা টাটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছেন, জমি অধিগ্রহণ বিষয়টির সঙ্গে নাকি টাটারা কোনও ভাবেই যুক্ত নয়। কী অদ্ভুত কথা! জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে টাটারই গাড়ি তৈরির কারখানার জন্য, তবু টাটারা তার সাথে কোনও ভাবে যুক্ত নয়। নিরাসক্তির এতবড় উদাহরণ আর কোথায় আছে! অবশ্য সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপিই হোক, বা বিজু জনতা দলই হোক, রাজ্যে রাজ্যে টাটাদের এমন পলিটিক্যাল ম্যানেজাররা থাকতে তাদের নিজেদের সরাসরি যুক্ত থাকার আর দরকারই বা কী? সিঙ্গুরের চাষিদের উপর পুলিশ যে এমন নির্মম অত্যাচার চালাল, রাতের অন্ধকারে মহিলাদের ধরে জানোয়ারের মতো মারল, মিথ্যা কেস দিল, রাজকুমার ভুলকে পিটিয়ে মেরে ফেলল, বা আন্দোলনের কিশোরী কর্মী তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল, অথবা ওড়িশার কলিঙ্গনগরে টাটার কারখানার জন্য নিজেদের জমি দিতে গররাজি আদিবাসীদের ১২ জনকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করল, এ সব কি টাটারা জানত না? কই তারা তো বলেনি, না, এত রক্তপাত, এত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা কারখানা স্থাপন করতে চাই না, অবিলম্বে এ সব বন্ধ হোক! নন্দীগ্রামে যে এত মানুষকে খুন করা হল, মহিলাদের উপর গণধর্ষণ চালানো হল — সবই তো দাসানুদাস সরকার করেছে সালিম ও অন্যান্য পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থেই। কোথাওই বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, বরং সিঙ্গুর প্রশ্নে স্বয়ং রতন টাটা বলেছিলেন, আমার মাথায় বন্দুক ঠেকালেও আমি সিঙ্গুর ছাড়ব না। আজ সেই সালিম কিংবা টাটারা সাধু সেজে বলছেন, জমি দখলের বিষয়ে নাকি তাদের কোনও দায় নেই!

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমস্ত কিছু পুঁজিপতিদের স্বার্থে হলেও, তাদের অঙ্গুলি নির্দেশে শাসনব্যবস্থা চললেও, তাদের সরাসরি কোথাও দেখা যায় না। এইভাবে নেপথ্যে থেকে তারা কাজ করে বলেই দেশের সাধারণ মানুষ ধরতেই পারে না যে, কেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েও একটা সরকার তাদের স্বার্থে কাজ করে না, বরং বিরুদ্ধেই কাজ করে। আর ধরতে পারে না বলেই, যখন একটা সরকার, তা সে রাজ্যেই হোক বা কেন্দ্রেই হোক, ক্রমাগত জনবিরোধী ভূমিকা নিতে নিতে তার জনবিরোধী চরিত্রটা প্রকট হয়ে ওঠে, তখন পুঁজিপতিরা তাদেরই স্বার্থরক্ষাকারী আর একটা দলকে বিরুদ্ধ দল হিসাবে খাড়া করে এবং ক্রমাগত তার পক্ষে প্রচার দিতে থাকে; সাধারণ মানুষ ভাবে, সরকার পাল্টে দিলেই বোধহয় তার স্বার্থ রক্ষা হবে। এইভাবেই দেশের কোটি কোটি মানুষ বারে বারে ঠকতে থাকে, আর টাটা-সালিম-আম্বানিরা সরকারগুলির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় করে, তাদের পুঁজির পাহাড় গগনচুম্বী হয়ে উঠতে থাকে।

'গণতন্ত্র', 'আইন সকলের জন্য সমান' প্রভৃতি বহু কথা সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের মুখে অহরহ উচ্চারিত হলেও, বাস্তবে দেশের সাধারণ মানুষ নয়, পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করাই যে সরকারগুলির মূল কাজ, সিঙ্গুরের ঘটনা দেশের মানুষের সামনে তা আরও একবার পরিষ্কার করে দেখিয়ে গেল। চাষি তার জমি, যা তার পূর্বপুরুষরাই একদিন জঙ্গল কেটে, অমানুষিক পরিশ্রম করে পতিত অবস্থা থেকে উর্বর ও বহু ফসলি করে তুলেছিল, তা রক্ষা করতে গেলে সরকার পুলিশ দিয়ে তাদের উপর নির্মম অত্যাচার নামিয়ে আনে, খুন করে, জেলে ভরে, অথচ সেই জমি টাটারা জোর করে দখল করে কারখানা করতে গেলে সরকার তার কোষাগারের অর্থ দিয়ে জমি-জল-বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দেয়, তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা সরকারি ব্যয়ে পুলিশি বন্দোবস্ত করে। টাটা নাকি সরকারকে বলেছে, 'আমাদের নিজেদের জমি, নিজেদের কারখানা, সেখানে যেতে পুলিশ লাগবে কেন?' অর্থাৎ জমির যারা সত্যিই মালিক, জমি সেই চাষিদের নয়, শুধুমাত্র সরকারের লাঠি-বন্দুকের জোরে সেই জমি হয়ে গেল টাটার 'আমাদের জমি'। এই না হলে বুর্জোয়া গণতন্ত্র! ধিক, এই গণতন্ত্রে।

রাজ্যবাসীকে হুমকি দেওয়ার স্পর্ধা টাটা পেল কোথা থেকে

২৩ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন,

সিঙ্গুরের গরিব কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি রাজ্যের জনগণের যে প্রবল সমর্থন, তা থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সিপিএম সরকারের পরামর্শে গতকাল রতন টাটা যে বক্তব্য রেখেছেন, তা শুধু এ রাজ্যের ইতিহাসেই নয়, সম্ভবত ভারতবর্ষের ইতিহাসেও আনপ্রেসিডেন্টেড। একজন শিল্পপতি রাজ্যবাসীকে 'থ্রেট' করে বলছেন তাঁর স্বার্থের কাছে মাথা নত না করলে শুধু সিঙ্গুর থেকে পুঁজি তুলে নেবেন তা নয়, রাজ্যের থেকেও সরে যাবেন। এর প্রভাব অন্যান্য শিল্পপতিদেরও এ রাজ্য থেকে সরে যাওয়ার পক্ষে কাজ করবে বলে তিনি দাবি করেছেন। এ রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের আমলে অনেক বেশি আন্দোলন হয়েছে। ব্রিটিশ আমলেও হয়েছে। তখনও কোনও শিল্পপতি এ ধরনের কথা বলবার স্পর্ধা দেখাতে পারেনি। আজ টাটা যে এ কথা বলবার সাহস পেল, সেটা সিপিএমের জন্যই সম্ভব হল। সিপিএম এ কাজটা করাল। টাটার বক্তব্য অনুযায়ী টাটা এ রাজ্যে শোষণ করতে আসছেন না। তাহলে টাটা কী করতে আসছেন? টাটা কারখানা করবে অথচ শোষণ করবে না, কিন্তু লাভ করবে — এ এক বিচিত্র যুক্তি! অর্থনীতির অ-আ-ক-খ জ্ঞানসম্পন্নরাই জানে, কোথাও কোনও মালিক শ্রমিককে শোষণ না করে, জনগণকে শোষণ না করে লাভ করে না, লাভ করতে পারে না। লাভ করার জন্য, শোষণ করার জন্যই তাদের কলকারখানা ইত্যাদি সবকিছুই করা। টাটা বলছেন, তাঁরা যেখানে কারখানা করেন, সেখানে তাঁরা জনগণের প্রতি সংবেদনশীল। সিঙ্গুরেও তাই। এ টাটা কোথায় ছিল, যখন সিপিএমের পুলিশবাহিনী তাদের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে গরিব যুবক রাজকুমার ভুলকে লাঠিপেটা করে খুন করল? তখন তো টাটাকে একটা কথাও বলতে দেখিনি! গ্রামীণ কিশোরী তাপসী মালিক, সে মিছিল করেছিল বলে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করল এবং আত্মহত্যা বলে চালাবার চেষ্টা করল। চার-চারটি মানুষ আত্মহত্যা করেছে সিঙ্গুরে। এছাড়াও অনেকে অনাহারে মারা গেছে। ১২০টি পরিবার, যাদের একসময় কিছু না কিছু জমি ছিল, যারা বর্গাদার ছিল, তারা এখন পথে পথে ভিক্ষা করছে। তাদের বাড়ির মেয়েরা লোকের বাড়ি

পরিচারিকার কাজ করছে। কিন্তু টাটা বিশ্বের বাজার গ্রাস করবে, তাই তাকে এই এলাকা দিতে হবে। সে এক লক্ষ টাকা দামের গাড়ি বের করবে এদেশে এবং বিদেশে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত বাজার গ্রাস করার জন্য, মুনাফা করার জন্য। এবং তার জন্য পরিবহনের সুযোগ সুবিধা যুক্ত কলকাতার আশপাশের জায়গা, যেমন সিঙ্গুর, তার পছন্দ। অন্যত্র কারখানা হলে তার লাভ একটু কমতে পারে। কিন্তু তার সর্বোচ্চ লাভ চাই। সেজন্য সিঙ্গুর তার চাই। সেখানে ফসল যত হোক, সে জমিই টাটাকে দিতে হবে, এটা তার আব্দার। এবং সিপিএম সরকার তার কাছে নতজানু হয়ে সেটাই মেনেছে। রাজকোষ থেকে পাবলিক মানির অপব্যয় করে টাটাকে ১৪০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। পাঁচ বছর বাদে সে ফেরৎ দেবে মাত্র ২০ কোটি টাকা। যে সরকার হাসপাতালে, স্কুল-কলেজে টাকা দেওয়ার কথা উঠলেই 'টাকা নেই, টাকা নেই' বলে, সেই সরকার টাটাকে প্রায় বিনা পয়সায় জমি দেবে, জল দেবে, বিদ্যুৎ দেবে। টাটা এমন একটা কর্পোরেট হাউস, যারা কিছুদিন আগে ৫৫ হাজার কোটি টাকা দিয়ে একটা বিদেশি কোম্পানি কিনেছে। দেশ-বিদেশে আরও কল-কারখানা, খনি কিনছে, তাহলে আমাদের কাজটা কি শ্রমিকদের স্বার্থ, কৃষকদের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ বিপন্ন করে একটা কর্পোরেট হাউস, মাল্টিন্যাশনাল মনোপলি হাউসকে তার মুনাফার স্বার্থে টাকা ও জমি যোগান দেওয়া, দেশি-বিদেশি পুঁজির পায়ে জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া?

আজ যে পুঁজি নিয়ে টাটার এই দম্ভ, যে পুঁজি উইথড্র করবে বলে সে থ্রেট করছে, সেই বিশাল পুঁজির পাহাড় কে সৃষ্টি করেছে? করেছে বংশানুক্রমে এদেশের শ্রমিকশ্রেণীই। তাদের রক্ত জল করা পরিশ্রমে তৈরি হয়েছে এই পুঁজির পাহাড়। দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা আছে বলেই পুরুষানুক্রমে টাটারা তার মালিক হয়ে বসে আছে। সিঙ্গুরে যারা জমির মালিক, তারাও মালিক। যেহেতু তারা ক্ষুদ্র চাষি-মালিক, তাই বৃহৎ পুঁজির মালিকের কাছে তাদের কোনও স্থান নেই। তাকে পথের ভিখারি হতে হবে। যেমন একচেটিয়া মালিকরা খুচরো ব্যবসায় আসছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ধ্বংস করার জন্য। এভাবেই গোটা দেশে, যে যেখানে ক্ষমতায়, সে কংগ্রেস হোক, বিজেপি হোক, সিপিএম হোক, তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করা। টাটা এখানে গাড়ি তৈরি করবে না। কারখানা করছে বাইরে থেকে পার্টস এনে অ্যাসেমব্লিং করার জন্য। কয়েকশো লোক হয়তে কাজ পাবে, তাদের বেশিরভাগই ইঞ্জিনিয়ার, টেকনোক্র্যাটস্, যারা বাইরে থেকে আসবে। ৩৫ হাজার লোক, যাদের জমি গ্রাস করা হচ্ছে, যাদের জীবিকাচ্যুত করা হচ্ছে, তারা কোথায় যাবে? তাদের দায়িত্ব টাটা নেবে? অথচ সেই

টাটার অতি মুনাফার স্বার্থ আমাদের দেখতে হবে!

ফলে আমরা মনে করি, এ রাজ্যের জনগণ অবশ্যই এর প্রতিবাদ করবে। এ রাজ্যের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে। কংগ্রেস, সিপিএম তাকে ধ্বংস করার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, সিঙ্গুরের জনগণের পাশে দেশের বৃহত্তর জনগণের সমর্থন আছে এবং থাকবে। জনসমর্থনের জোরেই নন্দীগ্রাম জিতেছে, এই জনসমর্থনের জোরে সিঙ্গুরের জনগণও জিতবে। আমরা 'ভায়োলেন্স' করার জন্য যাচ্ছি না, 'ভায়োলেন্সে'র যা কিছু অস্ত্র সরকারের হাতেই আছে। তার হাতেই লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস — সবকিছু। এবং তারাই বারবার ভায়োলেন্স সৃষ্টি করে। জনগণ লড়বে তার ন্যায্য দাবি নিয়ে। ব্রিটিশ আমলের কলোনিয়াল আইনের জোরে যারা চাষের জমি দখল করে নিয়েছে, তারাই আবার নিজেদের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক সরকার বলে! টাটার লাভের স্বার্থে তারা সিঙ্গুরের জনগণকে পথের ভিখারি বানাবে।

প্রচার করা হচ্ছে টাটারা দয়া করে এ রাজ্যে এসেছে দানছত্র খোলার জন্য। কোনও দেশেই কোথাও মালিকরা জনগণের স্বার্থে কারখানা করে না, করে মুনাফার স্বার্থে। যতক্ষণ তার এই সুযোগ আছে, ততক্ষণ সে থাকে। মার্কসবাদী দল হিসাবে আমরা সর্বদা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন চাই। একইসঙ্গে আমরা বলতে চাই, দি এরা অফ ক্যাপিটালিস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এনডেড লঙ এগো। খোদ আমেরিকা, যাকে লোকোমোটিভ অফ ওয়ার্ল্ড ইকনমি বলা হয়, সেই আমেরিকার অর্থনীতি ডুবছে। গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় চূড়ান্ত সংকট। আজ কোথায় শিল্পায়ন হয়? একটা শিল্প হচ্ছে তো একশ'টা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। লক-আউট, ছাঁটাই, ক্লোজার —এগুলিই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে শিল্পপতিরা শ্রমনিবিড় শিল্পের বদলে পুঁজিনিবিড় শিল্প করছে। সবটাই হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে। তার জন্য সাধারণ মানুষকে ভুগতে হবে, টাটার জন্য সিঙ্গুরের গরিব মানুষকে ভুগতে হবে তা আমরা মানতে পারি না।

আমাদের পার্টি এস ইউ সি আই প্রথম থেকে সিঙ্গুরের জনগণের সাথে আছে। ওখানেই আমাদের সাথে তৃণমূলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তা নন্দীগ্রামে সম্প্রসারিত হয়। এখন রাজ্যস্তরে সম্প্রসারিত হয়েছে। যতক্ষণ তারা আন্দোলনে থাকবে, শ্রমিক-কৃষক-জনগণের পাশে থাকবে, ততদিন তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া থাকবে। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি এই আন্দোলনের পক্ষে নিয়োগ করেছি। আগামীকাল আমাদের প্রবীণ সেক্রেটারিয়েট মেম্বার মানিক মুখার্জী সিঙ্গুরে যাবেন। বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার যাবেন, আরেকজন সেক্রেটারিয়েট মেম্বার সৌমেন বসু যাবেন। এঁদের নেতৃত্বে আমাদের হাজার হাজার ভলান্টিয়ার সিঙ্গুরে

যাবে। আমরা বিশ্বাস করি, এ রাজ্যের মানুষ মার খেয়ে, রক্ত দিয়ে অতীতে যেভাবে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, এবারেও দাঁড়াবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কমরেড প্রভাস ঘোষ

এরপর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯২৮ সালে টাটার শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। টাটার জামশেদপুর কারখানায় ১৯৯১-তে শ্রমিক ছিল ৮৫ হাজার, এখন নামতে নামতে দাঁড়িয়েছে ৪৪ হাজারে। টেলকোতে আগে ছিল ২২ হাজার, এখন হয়েছে ৭ হাজার। এগুলি কি মানবিক স্বার্থে, গরিবের স্বার্থে করেছে টাটা! এই টাটা কোম্পানি ওড়িশার সুকিন্দা খনি অঞ্চলে ১৯৯১-৯২ সালে আমাদের দু'জন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে খুন করেছে। এই হচ্ছে তাদের সংবেদনশীলতা! তিনি বলেন, সিপিএম সরকারের কাছে টাটা হল প্রভু। প্রভুকে তুষ্ট করার জন্য কম্পিটিশন চলছে। আবার টাটাও জানিয়ে দিয়েছে, তারা আগেই সিঙ্গুরের অল্টারনেটিভ করে রেখেছে উত্তরাঞ্চলে। এরাজ্যে শিল্পায়নের জন্য নাকি টাটা এসেছিল, অথচ উত্তরাঞ্চলে তারা অল্টারনেটিভ করে রেখেছে!

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, সরকার দাবি না মানলে কী হবে? প্রভাস ঘোষ বলেন, দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, এখন আপনাদের মূল দাবি কী?

প্রভাস ঘোষ বলেন, অরিজিনালি দাবি তো ছিল সমস্ত জমি ফেরত দেওয়ার। এখন তো মিনিমামে এসেছে। যে পরিবারগুলি কিছুতেই জমি দেবে না, তারা তো প্র্যাক্টিকালি স্টারভিং। তাদের জমি নিয়ে নিয়েছে, তবু তারা টাকা নেয়নি। এখন তাদের জমি ফেরৎ দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ যে সময় একটা আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, সে সময় আন্দোলন করা কি বাঞ্ছনীয়?

উত্তর ঃ আলোচনার পুরো লক্ষ্যই হচ্ছে আন্দোলনটাকে থামিয়ে দেওয়া। মুভমেন্টের মুডটাকে ডিফিউস করা। আলোচনার নাম করে মুভমেন্টটা আটকানো। কারণ, একটিই কন্ডিশন ছিল— জমি ফেরত দিতে হবে, যাঁরা জমি চাইছেন তাঁদের।

প্রশ্ন ঃ টাটা যদি চলে যায়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নেরই তো ক্ষতি হবে?

উত্তর ঃ কেউই দয়া করার জন্য আসেনি। টাটার যতক্ষণ লাভের সুযোগ থাকবে, ততক্ষণ সে থাকবে। এই হচ্ছে সোজা কথা। তাদের প্রয়োজন চিপ লেবার, চিপ র-মেটিরিয়ালস পাওয়া; কমিউনিকেশনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাতে মার্কেটে দ্রুত

পৌঁছতে পারে। ব্রিটিশরাও বলত তারা এদেশের উপকারের জন্য এসেছিল, টাটাও বলছে তারা উপকারের জন্যই এসেছে। তারপর লুণ্ঠন করে যে যার মতো পালায়। এত হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হচ্ছে কেন? কারণ, মার্কেট নেই। প্রফিটের স্কোপ থাকলেই সে করবে, নয়তো চলে যাবে।

প্রশ্ন ঃ টাটা চলে গেলে সিঙ্গুরের মানুষের ক্ষতি হবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ না, আমি আদৌ তা মনে করি না। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজনেই আসবে।

প্রশ্ন ঃ আপনারা যদি সরকারে থাকতেন, তাহলে কীভাবে শিল্পায়ন করতেন?

উত্তর ঃ পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করতাম, তাদের কমপেল করতাম টু ইনভেস্ট ক্যাপিটাল। দরকার হলে ক্যাপিটাল ন্যাশানালাইজ করার জন্য মুভমেন্ট করতাম। এটাই একমাত্র পথ।

প্রশ্ন ঃ সেক্ষেত্রে শিল্পটা তাহলে কে করত, সরকার না শিল্পপতি?

উত্তর ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের ফোর্স করতাম ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করার জন্য, না করলে ক্যাপিটাল ন্যাশনালাইজ করতাম। টোটাল কান্ট্রিতে যদি মুভমেন্ট হয় তবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে কমপেল করা যায় টু ন্যাশনালাইজ ক্যাপিটাল — হয় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা শিল্প করবে, নয় তো গভর্নমেন্ট করবে।

প্রশ্ন ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা যদি তখন করতে পারে, তবে এখন অসুবিধা কী?

উত্তর ঃ আমার তো কোনও আপত্তি নেই। আমি কি কোনও আপত্তি করেছি? আমার আপত্তির বিষয় হচ্ছে, কৃষিজমি ধ্বংস করবে কেন? কৃষক ও খেতমজুরদের পথের ভিখারি করবে কেন? এ রাজ্যে প্রচুর অকৃষি জমি পড়ে আছে, সেখানে যাচ্ছে না কেন? এখন যেটাকে অ্যান্সিলিয়ারি ইন্ডাস্ট্রি বলছে, সেখানে শপিং মল, কার রেসের গ্রাউন্ড ইত্যাদি স্কিম তাদের ছিল। বিরোধিতার মুখে পড়ে এখন বলছে অ্যান্সিলিয়ারি ইন্ডাস্ট্রি হবে। সে খড়্গপুর যেতে পারত, জায়গা ছিল। কিন্তু সে যাবে না, তাকে এখানেই থাকতে হবে কারণ প্রফিট বেশি হবে। তার প্রফিট বেশি করতে হবে বলে গরিব কৃষক-খেতমজুরদের ভিখারি করতে হবে?

সাংবাদিকরা জানতে চান, কীভাবে সিঙ্গুরে শান্তিরক্ষা হতে পারে। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, জমিটা ছাড়লেই হবে। সিঙ্গল্ ডিমান্ড — অনিচ্ছুক চাষিদের জমি ফেরৎ দাও। তাঁরা প্রশ্ন করেন, টাটার অনুসারী শিল্প কোথায় হবে? কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, দূরে কোথাও করবে। এখানে যে ম্যাক্সিমাম প্রফিট করত, তা হয়তো কিছুটা কমবে। আপনি কার স্বার্থ দেখবেন? গরিব মানুষের, না টাটার মতো এইরকম কোটি কোটি ডলারের মালিকের? কাকে স্যাক্রিফাইস করতে বলেন?

সাংবাদিকদের প্রশ্ন, আপনাদের আগামী কর্মসূচি কী?

উত্তর ঃ সিঙ্গুরে যতক্ষণ জমি ফেরত না দিচ্ছে, ততক্ষণ হাজার হাজার মানুষ অবস্থান চালিয়ে যাবে।

টাটাকে গাড়ি প্রতি ৩৩ হাজার টাকা ভরতুকি

টাটার পক্ষে যত ওকালতিই সি পি এম করুক, সকলেই জানেন, টাটারা পশ্চিমবঙ্গে 'শিল্পায়ন' করতে আসেনি, বেকারদের কাজ দিতেও আসেনি। তারা এসেছে সবচেয়ে বেশি মুনাফা করতে। সেই মুনাফা যদি গাড়ি বেচে নাও হয়, তবে সরকারি ছাড়ের ফলেই যাতে বিরাট মুনাফা তাদের ঘরে ওঠে, তার ব্যবস্থা করে দিয়েই সি পি এম 'শিল্পায়নের' হিরো সাজতে চাইছে। ছাড়টা যে নিছক নিষ্কাম কর্মযোগ নয়, তা অনুমান করা কঠিন নয়। শিল্পায়নের জিগিরে সিপিএম-এর রাজনৈতিক লক্ষ্য হল, রাজ্যের কোটি কোটি বেকারকে ঠকিয়ে ভোটে বাজিমাত করার চেষ্টা করা।

টাটাকে সি পি এম অকল্পনীয় ছাড় দিচ্ছে। সংবাদে তা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে বটে, তবে বেশি প্রচারিত হয়নি। টাটার স্বার্থে নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়েছে যে বহুল-প্রচারিত সংবাদপত্র, তারা এই সংবাদ প্রকাশ করেনি। তথাকথিত 'ন্যানো বিপ্লবের' প্রচারকরা একথা ঘুণাক্ষরেও বলছে না যে, রাজ্য সরকার টাটাকে গাড়ি প্রতি প্রায় ৩৩ হাজার টাকা ছাড় দিচ্ছে। গাড়ি প্রতি ছাড়ের হিসাবটা এই রকম ঃ

রাজ্য সরকার অল্পমূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ায় টাটার গাড়ি প্রতি সাশ্রয় হচ্ছে ৫৩০ টাকা। মাত্র ১ শতাংশ সুদে ২০০ কোটি টাকা ঋণ পাওয়ার ফলে গাড়ি পিছু সাশ্রয় ৮০০ টাকা। ভ্যাটে ছাড় থেকে সাশ্রয় ১২০০ টাকা। বাড়তি ইনসেনটিভ দিয়ে কর্পোরেট ট্যাক্স থেকে টাটার গাড়ি প্রতি ছাড় দেওয়া হবে ৭৪২২ টাকা। উৎপাদন শুল্কে ছাড় ১২,০০০ টাকা। এছাড়া গাড়িশিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে অন্যান্য ছাড়গুলি হিসাব করে ইকনমিক টাইমস (১১.০৯.০৮)-এর সাংবাদিক দেখিয়েছেন, সি পি এম সরকারের বদান্যতায় টাটারা মোট গাড়ি পিছু ছাড় পাচ্ছে ৩২,৮৪০ টাকা। বছরে যদি ১ লক্ষ ন্যানো তৈরি হয়, তাহলে টাটাকে দেওয়া রাজ্য সরকারের ভরতুকির পরিমাণ দাঁড়াবে ৩২৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে সি পি এম বলছে না যে, রাজ্য সরকারের টাকা নেই। তাদের যত অভাব হাসপাতাল, স্কুলকলেজ বা রেশনের জন্য টাকা দেওয়ার সময়।

পশ্চিমবঙ্গে ন্যানো প্রকল্প আনার আগে টাটারা দেশের অন্যান্য রাজ্য সরকার কত ছাড় দেবে, তা বাজিয়ে দেখে নিয়েছিল। তাতে তারা দেখেছে, জনগণের টাকায় তৈরি সরকারি তহবিল থেকে সি পি এম যত ভরতুকি দিতে রাজি, ততটা আর কেউ দিচ্ছে না। তাই তারা উত্তরাঞ্চল ছেড়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে। এখন সিঙ্গুরে জনপ্রতিরোধের মুখে পড়ে তারা সি পি এমের পরামর্শ মতো হুংকার দিচ্ছে, 'এই চলে যাব', 'আমরা গেলাম বলে', ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, রাজ্য সরকারের দেওয়া এই মধুভাণ্ড ছেড়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অত সহজ নয়। অন্য কোনও প্রভুভক্ত রাজ্য সরকার যদি আরও বেশি ছাড় না দেয় তবে যে টাটারা যাবে না, এটা বুঝতে অর্থনীতি জানবার দরকার হয় না। ১২ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে মামলা করে টাটারা চুক্তির শর্ত গোপন রাখার দাবি জানানোর পর শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকা যাচ্ছে না। এদিকে রাজ্যের শিল্পসচিবও জানিয়ে দিয়েছেন, টাটার চুক্তির সব অংশ সরকার প্রকাশ করেনি। অথচ মন্ত্রীরা এতদিন দাবি করছিলেন, সরকার নাকি পুরো চুক্তিই প্রকাশ করেছে, ওয়েবসাইটেই দিয়েছে। এই মিথ্যাচারেই পরিষ্কার যে, চুক্তিতে এমন কিছু আছে, যা জনগণ জেনে ফেললে সরকার ও টাটা উভয়েরই বিপদ!

ইতিমধ্যেই রাজ্যে 'শিল্পায়নের' আর এক দেবদূত, সি পি এমের আর এক প্রভু উইপ্রো কর্তা বলেছেন, রাজ্যে আই টি শিল্পের বিকাশের জন্য তিনি ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন, তবে বাজারদরে জমি কিনবেন না। এর অর্থ হল, ঘুরিয়ে দাবি করা যে, সরকারকে চাষির জমি কেড়ে সস্তা দরে দিতে হবে। এদের বাজার অর্থনীতিভিত্তিক 'শিল্পায়ন' শুরুই হচ্ছে বাজার দরে জমি না কিনে, সরকারি ভরতুকি অবলম্বন করে। এমন 'শিল্পায়ন' বেশিদিন চললে রাজ্যবাসীর ঘরের ঘটিবাটি ধরে টানবে সরকার, যদিনা জনগণের জীবন-জীবিকা-সম্পদ লুটের এই মহোৎসবকে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের মতো গণআন্দোলনের চাপে রুখে দেওয়া যায়।

সিপিএমের প্যাকেজে টাটারা উল্লসিত

৭ সেপ্টেম্বর রাজভবনের বৈঠকে সিঙ্গুর-চুক্তিতে সরকারি তরফে সই করেন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন, আন্দোলনকারীদের পক্ষে বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পাশেই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র। চুক্তিতে বলা হয় ঃ যে কৃষকরা জমির বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ নেননি তাঁদের দাবিতে সাড়া দিয়ে বেশিরভাগ জমি প্রকল্প এলাকার মধ্যে থেকে এবং বাকি জমি লাগোয়া এলাকা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

এই চুক্তির দ্বারা সরকার মেনে নিয়েছে, সব কৃষক স্বেচ্ছায় জমি দেয়নি এবং জমিবাবদ ক্ষতিপূরণও নেয়নি। তাহলে, এঁদের জমি দখল হয়ে টাটা প্রকল্পের মধ্যে ঢুকে গেল কী করে? গায়ের জোরে, পুলিশের লাঠি ও বন্দুকের জোরে। তবে যে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন — চাষিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও নেব না? সভার পর সভায় মুখ্যমন্ত্রী সহ সিপিএম নেতা-মন্ত্রীরা যে তারস্বরে প্রচার করে বেড়িয়েছেন, সিঙ্গুরে সমস্ত চাষিই স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছেন? সবটাই তা হলে ধাপ্পা, চরম মিথ্যাচার।

টাটা প্রকল্পের মধ্য থেকে বেশিরভাগ জমি অনিচ্ছুক কৃষকদের ফেরত দেওয়ার চুক্তিতে সই করার পর মুখ্যমন্ত্রী বললেন, এই চুক্তিতে রাজ্যের শিল্পায়ন ও উন্নয়নের জয় হয়েছে। অথচ যেমাত্রই টাটারা বলল, প্রকল্প এলাকা থেকে এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়া যাবে না, তৎক্ষণাৎ শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে ঘোষণা করলেন, টাটা প্রকল্পের ভিতর থেকে জমি ফেরত দেওয়া যাবে না, চুক্তির ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে। এভাবেই চুক্তির কালি শুকোবার আগেই সিপিএম সরকার তা ভঙ্গ করার নজির রাখল।

ইতিমধ্যে চুক্তি অনুযায়ী চার জনের জমি অনুসন্ধান কমিটিও ততক্ষণে ঘোষিত হয়েছে। এবং তাঁরা সিঙ্গুরে টাটা প্রকল্পের ভিতরে জমি সন্ধানের কাজও শুরু করেছে। কমিটির চেয়ারম্যান সিঙ্গুরের তৃণমূল বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানালেন, তাঁরা অনিচ্ছুক কৃষকদের ফেরত দেওয়ার মতো পরিমাণ জমি প্রকল্প এলাকার মধ্যে চিহ্নিত করেছেন, পরের দায়িত্ব সরকারের। এ সময়ই ১২ সেপ্টেম্বর হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী আলোচনার জন্য মমতা ব্যানার্জীকে আমন্ত্রণ জানালেন। কলকাতা তথ্য কেন্দ্রের ঐ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এক তরফা একটা প্যাকেজ হাজির করে জানিয়ে দিলেন, এটাই সরকারের চূড়ান্ত প্যাকেজ, এর বাইরে সরকার কিছু দিতে পারবে না। অথচ চুক্তির কোথাও এ ধরনের কোনও প্যাকেজের কথা ছিল না। স্বভাবতই মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন।

তাছাড়া এই প্যাকেজের মধ্যে অর্থের পরিমাণ কিছুটা বাড়ানো ছাড়া নতুন বিষয় নেই। আর পরিবারের এক জনের চাকরি? তার জন্য প্রশিক্ষণ। এ সবগুলোই প্রতারণার পুরনো হয়ে যাওয়া কৌশল। স্বভাবতই সিঙ্গুরের চাষিরা তা প্রত্যাখান করেছেন।

সরকার বলছে, প্রকল্পের ভেতর থেকে ৭০ একরের বেশি জমি দেওয়া যাবে না। কিন্তু কেন? মারুতির পক্ষে যদি ৬৫০ একর যথেষ্ট হয়, অশোক লেল্যান্ডের

পক্ষে ৩৩০ একর, স্বয়ং টাটার পুণে কারখানার জন্য ৫১০ একর, এমনকী হিন্দমোটরে গাড়ি কারখানার জন্য ৪৫০ একরের মতো জমি রেখে বাকি ৩০০ একর জমিতে যদি সরকার আবাসন তৈরির অনুমতি দিতে পারে, তবে সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানার জন্য ১০০০ একর লাগবে কেন? গোপন চুক্তির রহস্য কি এখানেই রয়েছে?

সিপিএম ও সরকার বলছে, এমন প্যাকেজ নাকি ভূভারতে কোথাও নেই। অথচ যে টাটারা কলিঙ্গনগরে ১২ জন আদিবাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে, সেই টাটারা ১৪ সেপ্টেম্বর বিবৃতি দিয়ে সিপিএমের এই প্যাকেজে উল্লাস প্রকাশ করেছে। ফলে বোঝাই যায়, প্যাকেজটা সরকারের নয়, টাটার।

এস ইউ সি আই প্রথম থেকেই বলে আসছে, টাটা শুধু নয়, কোনও শিল্পপতি বা পুঁজিপতিই জনগণের কল্যাণ করার জন্য বিনিয়োগ করে না। তাদের একটাই লক্ষ, সর্বোচ্চ মুনাফা। এরাজ্যে টাটা এবং অন্যান্য পুঁজিপতিরা যে বিনিয়োগ করেছে বা করছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ মুনাফা কামানো। সেটা যতক্ষণ হচ্ছে, ততক্ষণ টাটাও যাবে না, অন্য কেউই এ রাজ্য ছেড়ে যাবে না। সিপিএমের পরামর্শে টাটার হুমকি ছিল আসলে সিঙ্গুর আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য, জনগণকে বিভ্রান্ত করে, ভয় দেখিয়ে আন্দোলন থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। আমরা আরও বলেছিলাম, সিঙ্গুর নিয়ে সিপিএমের সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে টাটার পরামর্শ ও অনুমোদন আছে। হুমকির পর ধরনা চলার সময় বিনা কারণে কারখানার কাজ বন্ধ করে দেওয়া, চুক্তি গোপন রাখার জন্য টাটার আদালতে যাওয়া, ধরনা তুলে নেওয়ার পরও কারখানার কাজ চালু না করা এবং শেষ পর্যন্ত এই প্যাকেজের সমর্থনে টাটার এই বিবৃতি সিপিএম ও টাটার আঁতাতকেই নগ্ন করে দিয়েছে।

সিঙ্গুরের চাষিদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, গায়ের জোরে, লাঠির জোরে চাষিদের আন্দোলন ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে এবার সরকার হাজির হয়েছে বাড়তি কিছু অর্থের প্রলোভন নিয়ে। তাই তাঁরা বলছেন, টাকা আমরা চায়নি, আমরা ফেরত চেয়েছি আমাদের কেড়ে নেওয়া জমি। সেই দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলবে।

সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানায় কাজ পাবে কতজন এবং তারা কারা?

সিপিএম নেতারা সোরগোল তুলেছেন, টাটারা সিঙ্গুর ছেড়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কী সর্বনাশ হবে? না, টাটার মূল গাড়ি কারখানা এবং তার অনুসারী কারখানাগুলিতে হাজার হাজার বেকারের কাজ পাওয়ার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তারা সে সুযোগ হারাবে। অথচ বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যই তো টাটাদের ডেকে আনা; তার জন্যই তো জমির দাম, জলের দাম, বিদ্যুতের দাম কোনও কিছুই না নিয়ে, উপরন্তু ৮৫০ কোটি টাকা সরকারের গাঁট থেকে খরচ করে কারখানা করার জন্য টাটাদের রাজি করানো; সেই কর্মসংস্থানের জন্যই তো কৃষকদের চোখে জল ঝরানো, পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে জমির দখল নেওয়া। টাটা লাভ করে করুক, কিন্তু রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থান তো হবে।

ঠিকই তো! রাজ্যে ৫৬ হাজারেরও বেশি কারখানা বন্ধ। ছাঁটাই শ্রমিক আর বেকার যুবকের দীর্ঘশ্বাসে বাংলার বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। ফলে কর্মসংস্থান তো হওয়াই উচিত। কিন্তু শুধু সিপিএম নেতাদের বক্তৃতায় তো কর্মসংস্থান হবে না, তার বাস্তব পরিস্থিতি থাকা চাই। কর্মসংস্থানের ব্যাপারে টাটারা এখনও মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে। সরকারের নেতা-মন্ত্রীরাও মূল শিল্পে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে কিছু বলছেন না, বলছেন অনুসারী শিল্পের কথা। অনুসারী শিল্প বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? তাও আসলে এই মোটর গাড়ির জন্য যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা। এই যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা কি কোনও লেদ মেশিনের কারখানা? শিল্পের পুরনো ধারণা থেকে কেউ তা ভাবতেও পারেন। অন্তঃতপক্ষে অনুসারী শিল্পে কর্মসংস্থানের কথা যাঁরা বলছেন, হয় তাঁরা এমন একটা কিছু বলছেন, না হয় তাঁরা আসল কথাটা জেনেও মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যা কথা বলছেন।

টাটা আজ বিশ্বের প্রথম সারির গাড়ি নির্মাণ সংস্থা। সিঙ্গুরে তারা যে গাড়ি তৈরি করতে চলেছে, তার দাম কম রাখার জন্য তা হবে অবশ্যই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। স্বাভাবিকভাবেই তার অনুসারী কারখানাগুলিও হবে একইরকম অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। তাই দেখা যাচ্ছে, সিঙ্গুরের বা হাওড়ার কোনও কারখানা মালিক এই অনুসারী শিল্পে আসছেন না, আসছে মার্কিন সংস্থা রিয়ারসন, ইতালির ফিয়াট, ব্রাজিলের মার্কোপোলো প্রভৃতি নামকরা গাড়ি সংস্থা। তাদের উদ্দেশ্য কি শুধু টাটার গাড়ির জন্য যন্ত্রাংশ তৈরি করা? না। টাটার গাড়ির জন্য যন্ত্রাংশ তৈরির সাথে সাথে

তারা যেমন নিজেদের কারখানার গাড়ির জন্য যন্ত্রাংশ তৈরি করবে, তেমনই বিশ্বজুড়ে গাড়ির বাজারে এই যন্ত্রাংশের চাহিদা মেটাবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, তারা নিজেদের দেশ ইউরোপ-আমেরিকা ছেড়ে, সেখানে নিজেদের কারখানা ছেড়ে এখান থেকে যন্ত্রাংশ তৈরি করে নিয়ে যাবে কেন? আসলে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের এই যুগে পুঁজিমালিকদের কাছে মুনাফার জন্য আর এদেশ - ওদেশ বলে কিছু নেই। যেখানে তাদের মুনাফা বেশি হবে, উৎপাদনে সস্তা পড়বে, সেখানেই তারা ছুটবে, তা সাত সমুদ্র তের নদী পারে হলেও। স্বাভাবিকভাবেই এখানকার সস্তা শ্রমিক, সস্তা কাঁচামাল, সর্বোপরি সরকারি অসংখ্য সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগাতে চায় তারা। ফলে এই সমস্ত গাড়ি কোম্পানিগুলি যদি তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ এখান থেকে তৈরি করে নিয়ে যেতে পারে তবে টাটার গাড়ির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অনুসারী শিল্প মূল কারখানার সঙ্গে একত্রেই হতে হবে— এমন হাস্যকর যুক্তি কেন? অনুসারী শিল্পগুলিও যেহেতু অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, তাই মূল শিল্পের মতো সেগুলিতেও যে কর্মসংস্থানের সুযোগ নামমাত্র এ কথা সিপিএম নেতারা স্বীকার করছেন না কেন?

তা হলে সিঙ্গুরে কি একেবারেই কোনও কর্মসংস্থান হবে না?

হবে। কিন্তু সরকার বা সিপিএম নেতারা যে-বেকারদের কাজের কথা বলছে, তাদের কাজ হবে না। তা হলে কাদের কাজ হবে? ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন বিভাগের সেরা ছাত্রদের, আই আই টি থেকে পাশ করা সেরা টেকনিশিয়ানদের এবং ম্যানেজমেন্ট কলেজ থেকে পাশ করা সেরা ছাত্রদের। যে সাধারণ গ্র্যাজুয়েট, পলিটেকনিক বা আই টি আই পাশ করা বেকারদের সিপিএম নেতারা হাতে প্ল্যাকার্ড দিয়ে মিছিলে ঘোরাচ্ছেন, আর শিল্প চাই, শিল্প চাই বলে স্লোগান দেওয়াচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ট্রেনি হিসাবে কাজ পেয়েছে, তাঁদের নিয়োগপত্রে টাটারা স্পষ্ট বলে দিয়েছে, যে কোনও সময় তারা ছাঁটাই হয়ে যেতে পারে। অবশ্য সিপিএম নেতারা আগেই ঘোষণা করে রেখেছেন যে, কারখানাকে কেন্দ্র করে যে আবাসন গড়ে উঠবে সেখানে দারোয়ান, পরিচারিকা, মালি, ড্রাইভার ইত্যাদি বেশ কিছু কাজ হবে।

কারখানায় যাদের কর্মসংস্থান হবে সে সংখ্যাটা কত হতে পারে? সিপিএম পাড়ায় পাড়ায় সভা করে প্রচার করছে, কাজের একেবারে বন্যা বইয়ে যাবে। সত্যিই কি তাই?

আধুনিক অটোমোবাইল শিল্পে বিনিয়োগ অনুযায়ী কর্মসংস্থান কেমন? একটু খবর রাখলেই যে কেউ জানতে পারবেন, আড়াই কোটি থেকে পাঁচ কোটি বিনিয়োগে কাজ পাচ্ছে একজন। সেই হিসেবে সিঙ্গুরে টাটাদের দেড় হাজার কোটি বিনিয়োগে তিনশ থেকে ছ'শো জনের চাকরি হতে পারে। আবার প্রযুক্তি যত উন্নত হবে এই

সংখ্যাটাও কমতে থাকবে। এমনকী উৎপাদনের পরিমাণ যদি বাড়েও তাতেও কর্মসংস্থান বাড়বে না, কর্মীদের লোড বাড়বে মাত্র। মারুতি, বাজাজ প্রভৃতি গাড়ি কোম্পানিগুলির অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। বাজাজ কোম্পানির কর্মসংকোচনের চেহারাটা দেখলেই বিষয়টি বোঝা যাবে।

সাল	উৎপাদন	কর্মী সংখ্যা	মাথাপিছু উৎপাদন
১৯৯৭	১৪,৩৯,১৭৪	২১,২৭৩	৬৭.৭
২০০০	১৪,৩২,৪৭১	১৭,২১৩	৮৩.৩
২০০৪	১৫,১৬,৮৭৬	১১,৫৩১	১৩১.৫

অর্থাৎ উৎপাদন যত বেড়েছে কর্মীসংখ্যা ততই কমেছে। আবার উৎপানের পরিমাণ যদি কমতে থাকে তবে কর্মসংস্থানও কমতে থাকবে। গোটা বিশ্বজুড়ে গাড়ির চাহিদা যেখানে বাড়ছে বলে বলা হচ্ছে, সেখানে উৎপাদনের কমের কথা উঠছে কেন? দেখা যাক এ ব্যাপারে টাটা মোটরসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবিকান্ত স্বয়ং কী উক্তি করেছেন। সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সোসাইটি অফ অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্সের সভায় তিনি বলেছেন, 'গত পাঁচ বছরে ভারতের গাড়ি শিল্পের ১৫-২৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটলেও, বর্তমানে তা রীতিমতো সঙ্কটের মুখে। সুদের হার বাড়ায় ক্রেতাদের ঋণ পাওয়ার সুবিধা যেমন কমছে, তেমনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে জ্বালানির দাম। ফলে দেশে গাড়ির চাহিদা কমছে ক্রমশই। পাশাপাশি দিন দিন বাড়ছে গাড়ির তৈরির কাঁচামালের দামও।' তা ছাড়া ব্যাপারটা এমনও নয় যে, টাটারাই শুধু ছোট গাড়ির বাজার দখল করবে, বাকিরা ঘুমিয়ে থাকবে। ইতিমধ্যেই বিশ্বের অগ্রণী গাড়ি নির্মাতা মার্সিডিস-বেঞ্জ ভারতে এ-ক্লাস রেঞ্জের ছোট গাড়ির বাজার খতিয়ে দেখছে। এবং অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা মাথায় রেখে দামের বিষয়টিও তারা ভাবছে। অন্যান্য কোম্পানিও ধীরে ধীরে এই ছোট গাড়ি বাজারে আসতে থাকবে। ফলে টাটার অন্যান্য কারখানার মতো এখানেও যত সংখ্যক কর্মী দিয়ে শুরু হবে তা শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়াবে তা সিপিএম নেতারা তো দূরের কথা, টাটারাও বলতে পারবে না। অথচ রাজ্য সরকার টাটাকে সরকারি কোষাগার থেকে যে ৮৫০ কোটি টাকা দিয়েছে, তার সুদে বছরে যে ৮৫ কোটি টাকা পাওয়া যায়, তাতেই ১০,০০০ বেকারকে মাসে ৭,০০০ টাকা বেতনের কাজ দেওয়া যায়। ফলে টাটার জন্য রাজ্য সরকার তথা সিপিএম নেতাদের এইভাবে জান লড়িয়ে দেওয়া বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য, এ দাবি হাস্যকর। গোপন চুক্তির কাটমানির গোপন অঙ্কের হদিশ পেলেই ধরা যাবে কেন টাটা-সিপিএম ভাই ভাই।